**রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ (১ম পর্যায়)**

**প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

রূপপুর, পাবনা, বুধবার, ১৭ আশ্বিন ১৪২০, ২ অক্টোবর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

সহকর্মীবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ম পর্যায়ের কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আজকের দিনটি বাংলাদেশের জনগণের জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন। দীর্ঘ কয়েক দশকের জল্পনা-কল্পনা, প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পনার পর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আজ সফল পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আজকের দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকার এবং সেদেশের বন্ধুপ্রতিম জনগণের প্রতি-আমাদের এই স্বপ্নের প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

রাশিয়ার জনগণ ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে অসামান্য সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করছি।

সুধিবৃন্দ,

স্বাধীনতার পূর্বেই এই রূপপুরে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। জমি অধিগ্রহণসহ বেশ কিছু স্থাপনাও নির্মাণ করা হয়েছিল এখানে। কিন্তু পশ্চিমা শাসকগোষ্টির বিমাতাসুলভ আচরণের কারণে তা আর বাস্তবে রূপলাভ করেনি। তারা কেন্দ্রটি পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু সরকার এখানে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু সে কাজ বেশিদূর অগ্রসর হওয়ার আগেই ঘাতকেরা জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে।

এরপর দীর্ঘদিন কোন সরকারই এ নিয়ে আর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ১৯৯৬ সালে আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেই।

আপনারা জানেন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন একটি জটিল প্রক্রিয়া। অনেক আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি এবং আইন-কানুন অনুসরণ করে এটি বাস্তবায়ন করতে হয়। ১৯৯৬ সালে আমরা জ্বালানি নীতিতে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করি।

রূপপুর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা IAEA-এর সহযোগতিা চাই। তাদের সহায়তায় আমরা একটি সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করি। এসব জটিল বিষয়গুলো ঠিক করতেই আমাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

২০০১ সালের পর বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

এবার সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা আবার প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজে হাত দেই। আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র রাশিয়া এটি বাস্তবায়নে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

সুধিবৃন্দ,

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রথমেই প্রয়োজন পর্যাপ্ত এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ। আমরা দেশের সকল মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি।

একারণে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে সামর্থ্য অর্জনের জন্য পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি।

২০২১ সালের মধ্যে আমাদের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ আসবে এই পারমাণবিক উৎস থেকে। এ লক্ষ্যেই রাশিয়ান ফেডারেশনের সহায়তায় আমরা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরু করছি।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি পারমাণবিক নিরাপত্তার উপর। এ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা-IAEA এর গাইডলাইন অক্ষরে-অক্ষরে অনুসরণ করছি।

আমরা বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করেছি এবং একটি স্বাধীন পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছি। এই কর্তৃপক্ষ IAEA এর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি স্তরে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

যে কোন ধরণের দুর্যোগে আমাদের এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে দিকটা খেয়াল রেখে এই প্ল্যান্টের ডিজাইন করা হচ্ছে। আমি রাশিয়ান ফেডারেশনের মান্যবর রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেছি, নিরাপত্তার বিষয়টি শতভাগ নিশ্চিত করে যেন এই প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হয়। তিনি আমাকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন।

আমার বিশ্বাস, রাশিয়ান ফেডারেশন আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে এবং সকল প্রকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সাশ্রয়ী মূল্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করবে।

উপস্থিত সুধী,

এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল তৈরির কার্যকর উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। পরিবেশ ও মানুষের যাতে ক্ষতি না হয়, তার সব ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

যে কোন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ তার ব্যবহৃত জ্বালানি বা বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থাপনা।

রাশিয়ান ফেডারেশন এসব বর্জ্য তাদের দেশে ফেরত নিয়ে যাবে। এই বিষয়টি রাশিয়ান ফেডারেশনের সাথে আমাদের স্বাক্ষরিত সহযোগিতা চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আজ এই পরিকল্পনা শুধু কাগজে-কলমে নয়। আমরা বিগত সাড়ে ৪ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৯ হাজার ৭১৩ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। যা আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের সময়ের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। আমরা প্রমাণ করেছি, আমরা কথায় নয়, আমরা কাজে বিশ্বাসী।

২০০৯ সালে আমাদের দায়িত্ব নেওয়ার সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল মাত্র দৈনিক ৩২০০ মেগাওয়াট। আজ ৬ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

আমরা শুধু গ্যাসভিত্তিক নয়, কয়লা, পারমাণবিক এবং নাবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছি। পাশাপাশি সিএলএফ বাল্ব বিতরণসহ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। ভারত থেকেও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

আমাদের গ্যাসের মজুদ সীমিত। জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমাতে হবে।

ইতোমধ্যেই প্রায় ৩০ লাখ সোলার হোমস সিস্টেম চালু করা হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও পাহাড়ি অঞ্চলে প্রায় ১০০ মেগাওয়াট সোলার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

আমরা বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায়ও ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। প্রায় ৯ হাজার কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ৩ লাখ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য ২০টি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় ৩৪ লাখ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। দেশের ৬২ শতাংশ মানুষ এখন বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।

আমাদের লক্ষ্য সবার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো এবং সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া।

২০০৫ সালে দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। এখন তা ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমরা সাউথ-সাউথ পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছি।

মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালে ছিল ৬৩০ ডলার। এখন তা বেড়ে ১০৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। তখন রিজার্ভ ৩ বিলিয়ন ডলারও ছিল না। আর এখন রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

আমরা প্রায় ২১ হাজার কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করেছি। ঢাকা ও চট্টগ্রামে একাধিক ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। বড় বড় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছে।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য দারিদ্র্য দূরীকরণ, সার্বজনীন শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃ-স্বাস্থ্যসেবা এবং উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে এক সফল এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি। এই লক্ষ্য পূরণে প্রিয় দেশবাসী আপনাদের সকলের ঐকান্তিক সমর্থন কামনা করছি।

এ আহ্বান জানিয়ে আমি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ম পর্যায়ের কাজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।